যুগান্তর

30 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

# সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট চরমে

## ● আগামী বছর ১২ হাজার পদের অর্ধেকই শূন্য হবে

রাশেদ আহমেদ

আগামী বছর দেশে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক সংকট চরমে পৌঁছবে। সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বর্তমানে ৪ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ বন্ধ থাকায় এসব পদ শূন্য হয়েছে। চলতি বছর আরও এক হাজার শিক্ষক অবসরে যাবেন। তখন শূন্যপদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫ হাজার। দেশের সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষকের পদ রয়েছে সাড়ে ১২ হাজার। এর মধ্যে বর্তমানে কর্মরত আছেন ৮ হাজার ৪০০ শিক্ষক। আগামী বছর অবসর গ্রহণের পর শিক্ষকের সংখ্যা কমে দাঁড়াবে সাড়ে ৭ হাজার। অর্থাৎ মোট পদের প্রায় অর্ধেকই শূন্য হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে নতুন নিয়োগ না হলে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক সংকটের মধ্যে পড়বে। দেশে সরকারি স্কুল ৩১৭ ও কলেজের সংখ্যা ২১১টি।

সরকারি শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষক সংকটের বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করেছেন। শিক্ষা অধিদফতর থেকেও মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। দীর্ঘদিন বিসিএস পরীক্ষা বন্ধ থাকায় এ নিয়োগ হয়নি।

সূত্র জানায়, বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী নিজে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে জানালে কয়েক মাস আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সরকারি প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ অনুমোদন না করায় ওই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

গত ২২তম বিসিএস পরীক্ষায় শিক্ষা ক্যাডারে মাত্র ২৭৯ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৭

## শিক্ষক : সংকট চরমে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

২৩তম বিসিএস পরীক্ষায় শিক্ষা ক্যাডারে ১ হাজার ৩০০ জনকে নির্বাচিত করা হয়। শূন্যপদের তুলনায় এ নিয়োগ খুবই কম। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পিএসসিকে শিক্ষক সংকট দূর করতে শিক্ষা ক্যাডারের জন্য একটি স্পেশাল বিসিএস পরীক্ষা নেয়ার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু পিএসসি এ প্রস্তাব অনুমোদন না করে নিয়মিত বিসিএস পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা না হলে দেশের সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম হুমকির মধ্যে পড়বে।